بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৯ নভেম্বর ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে সাক্ষাতের সম্মান লাভ করলো জার্মানির নাসেরাতুল আহমদীয়া সদস্যাবৃন্দ

১৪ নভেম্বর ২০২১, নাসেরাতুল আহমদীয়া (৭-১৫ বছরের আহমদী শিশু-কিশোরীদের অঙ্গ-সংগঠন) জার্মানির ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সী সদস্যাদের সাথে এক ভার্চুয়াল অনলাইন সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ ভার্চুয়াল সভার সভাপতিত্ব করেন, আর নাসেরাতুল আহমদীয়ার ৫৩০ জনেরও বেশি সদস্যা মানহাইমের মাইমার্কট ক্লাবে সমবেত হন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতসহ কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর নাসেরাতুল আহমদীয়ার সদস্যাগণ হুযূর আকদাসের কাছে ধর্ম ও সমসাময়িক বিষয়াদি সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন উপস্থাপনের সুযোগ পান।

এক মেয়ে হুযূর আকদাসকে সামাজিক-যোগাযোগ-মাধ্যমের প্রভাব এবং এরই মাঝে কীভাবে মানুষকে খোদা তা'লার ওপর বিশ্বাসের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা যায়, এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"প্রতিটি যুগে, শয়তানী প্রভাবসমূহ মানুষকে খোদা থেকে দূরে নিয়ে যায়। সামাজিক-যোগাযোগ-মাধ্যম আরেকটি বিষয় যা এই যুগে শয়তান কাজে লাগাচ্ছে। সামাজিক-যোগাযোগ-মাধ্যমকে কল্যাণের জন্যও ব্যবহার করা যায়, আবার পাপাচারিতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যও ব্যবহার করা যায়। সামাজিক-যোগাযোগ-মাধ্যমে ভালো বিষয়সমূহ উপস্থাপন করে তোমরা মানুষকে কল্যাণের দিকে নিয়ে আসতে পারো। একই সাথে, এটা সত্য যে আজকের যুগের সামাজিক-যোগাযোগ-মাধ্যমে যে সমস্ত আধেয় রয়েছে তার অধিকাংশ এমন যা মানুষের নৈতিকতা বিনষ্ট করে এবং তাকে ধর্ম এবং আল্লাহ্ তা'লার নিকট থেকে দূরে নিয়ে যায়। সুতরাং, ঐ সকল বিষয় যেগুলো কোন ব্যক্তিকে খোদার ওপর বিশ্বাস থেকে দূরে নিয়ে যায়, সেগুলোর ক্ষেত্রে সেই সমস্ত মেয়েরা যাদের ধর্মীয় জ্ঞান রয়েছে তাদের উচিত আল্লাহ্ তা'লা অথবা ধর্ম সম্পর্কে সামাজিক-যোগাযোগ-মাধ্যমে যে সব (অভিযোগ ও আপত্তি) উপস্থাপন করা হয়

সেগুলোর প্রত্যুত্তর প্রদান করা। নবীন মেয়েদের নিয়ে আপনাদের একটি টীম গড়ে তোলা উচিত যারা সামাজিক-যোগাযোগ-মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে উত্তর দিতে সক্ষম। যদি প্রশ্নগুলো তোমাদের জন্য বেশী কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌রও একটি দল গঠন করা উচিত আর অনুরূপভাবে খোদ্দামুল আহমদীয়ারও। সামাজিক-যোগাযোগ-মাধ্যমে যেখানে অনৈতিক অসত্য পোস্ট দেখা যায়, সেখানে কমেন্টস বা মন্তব্যের জায়গাকে উত্তর দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এভাবে ঐ সকল মানুষ যারা কোন কিছু দ্বারা সহজে প্রভাবিত হয় তাদেরকে এমন পোস্টসমূহের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"এছাড়াও, এটিতো শয়তানই ছিল যে ঘোষণা দিয়েছিল যে, সে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করবে এবং আজকালকার দিনে যে মাধ্যমগুলো সে ব্যবহার করছে তার মধ্যে অন্যতম হলো সামাজিক-যোগাযোগ-মাধ্যম। আহমদী মুসলমান হিসেবে আমাদের কাছে শয়তানি শক্তিসমূহের মোকাবেলা করার পদ্ধতি হলো আল্লাহ্ তা'লার দিকে আরো বেশি ঝোঁকা যেন আমরা প্রকৃত মুসলমান হওয়ার দাবি পূর্ণ করতে পারি। আর অন্যদের রক্ষা করার জন্য, সামাজিক-যোগাযোগ-মাধ্যমের পোস্টগুলোতে উত্তর প্রদান করো যেন মিথ্যা বর্ণনাসমূহের খণ্ডন হয়।"

একজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন তাদের দোয়াসমূহ দ্রুত গৃহীত হওয়ার জন্য তাদের কী করা উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ অধিকার আল্লাহ্ তা'লার যে, আমাদের দোয়াসমূহ তিনি কখন গ্রহণ করবেন। আল্লাহ্ তা'লা কি আমাদের দাস? কখনই না! সুতরাং, তাঁর কাছে চাওয়া আমাদের দায়িত্ব। এ কথা স্মরণ রেখো যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্তা নেই যিনি আমাদেরকে কিছু দিতে পারেন এবং আল্লাহ্ তা'লা সেই একক সত্তা যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী এবং আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং বলেছেন আমরা যেন তাঁর কাছে দোয়া করি এবং তিনি আমাদের দোয়াসমূহ গ্রহণ করবেন। তবে, এর পাশাপাশি, তিনি আরো বলেন যে, কোন ব্যক্তির দায়িত্ব তার ওপর ঈমান আনা এবং তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা। সুতরাং, তোমার এই নিশ্চিত বিশ্বাস থাকা উচিত যে, তিনি তোমার দোয়া কবুল করবেন। তোমার এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ যা বলেন তা সত্য এবং তোমার তদনুযায়ী চলা উচিত। আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনার অর্থ কী? এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে যে নির্দেশই প্রদান করে থাকুন না কেন, আমরা যেন তা পালন করি।"

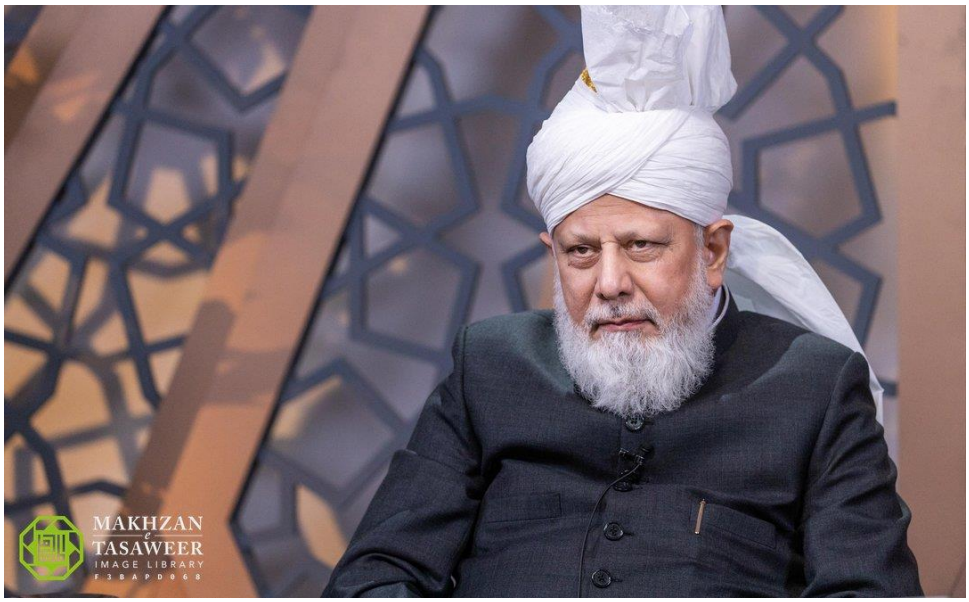

আরো বিস্তারিত বলতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আল্লাহ্ বলেন যে আমাদের জন্য দিনে পাঁচটি ফরয নামায রয়েছে আর আমাদের উচিত সেগুলো নিষ্ঠার সাথে আদায় করা এবং সেগুলোতে দোয়া করা। এখন তোমার উচিত নিজের পর্যালোচনা করা: তুমি কি তোমার নামাযসমূহ নিষ্ঠার সাথে আদায় করছো আর সেই নামাযগুলোতে কি তুমি দোয়া করছো? আল্লাহ্ তা’লা অনৈতিক চিন্তা করতে নিষেধ করেছেন। তুমি কি এমন সব চিন্তা করা থেকে বিরত থাকছো? আল্লাহ্ বলেন যে তোমাদের অসঙ্গত অনুষ্ঠানাদি এবং সমাবেশ পরিহার করা উচিত। সুতরাং মূল্যায়ন করে দেখো, তোমরা টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটে মন্দ এবং অশালীন অনুষ্ঠানাদি থেকে দূরে থাকছো কিনা। আল্লাহ্ তা’লা আদেশ দিয়েছেন, আমরা যেন আমাদের আশেপাশের মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করি, যেমন, আমাদের ভাই-বোনদের সাথে এবং যাদের সাথে আমরা মেলামেশা করি তাদের সাথে। আর বলেছেন যে, আমাদের কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা উচিত নয়। সুতরাং, বিশ্লেষণ করে দেখো, আমরা তদনুযায়ী আচরণ করছি কিনা। যখন আমাদের সমস্ত কর্ম সৎকর্ম হয়ে যাবে এবং আমরা আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের ওপর আমলকারী হয়ে যাবো, তখন আল্লাহ্ তা’লা বলেন যে, ‘যদি তোমরা এ সব কিছু করো এবং আমার ইবাদত করার সময়ে আমার কাছে দোয়া করো, তখন আমি তোমাদের দোয়া গ্রহণ করবো।’ প্রথমত, আমাদের নিজেদের সংশোধন করতে হবে, কেবল তখনই দোয়াসমূহ গৃহীত হতে পারে।”